আকাশকে কিছু কথা আর হিন্দু ধর্মের ভুল বিশ্লেষণ

আচ্ছা একটি প্রশ্ন করা যায় সবাইকে যে, 'হিন্দু বলতে কাদের কে বোঝায়?'। এর উত্তরটা কিন্তু সহজে দেয়া যাবে না কারন হিন্দুদের কোন একক বই কিংবা একক স্রষ্ঠার বিশ্লেষন নেই। একারনে এই ধর্মটি অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম যেমন কিনা ইসলাম, ক্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য ধর্ম থেকে ভিন্ন। তাই অন্যান্য ধর্মের চোখ দিয়ে হিন্দু ধর্মকে দেখলে হবে না। তাই যারা হিন্দুধর্ম কখনো অনুশরন করেন নি, তারা এই ধর্মের আসল এসেন্স সম্পেকে জানতে পারবেন না। তাই হিন্দুধর্মকে না বুঝে এই ধর্ম সম্পর্কে মতামত না দিলেই মনে হয় ভাল হবে। যেমন একসময় একজন মুসলিম আমাকে প্রশ্ন করছিল, 'তোমরা হিন্দুরা কেন মুর্তিকে পূজা কর? মুর্তিতো তোমাদের কিছু দিবে না।' উনি আসলে বুঝতে পারেন নি যে আমরা মুর্তিকে নয়, প্রতিমার সাহায্যে স্রষ্ঠাকে পিকচার করার চেষ্ঠা করি। যেমন, অনেক সময় চোখ বন্ধ করে স্রষ্ঠা ডাকা হয়, কিন্তু এর মানে তো এটা না যে চোখ খুলে স্রষ্ঠাকে ডাকলে স্রষ্ঠা রাগ করবেন। অনেক সময় যার আরাধনা করা হচ্ছে তার ছবি থাকলে প্রার্থণা সহজ হয়। এটা কিন্তু একজন অহিন্দু বুঝতে পারবেন না, কারন তাদের চোখে থাকবে যে হিন্দুরা প্রতিমার পূজা করছে।

আর সত্য কথা বলতে কি হিন্দু হবার জন্য স্রষ্ঠাতে বিশ্বাসে প্রয়োজন নেই; যার মানে হল কেউ নাস্তিক আর হিন্দু একি সময়ে হতে পারে। এটি হল হিন্দু ফিলোসফির samkhyan-এর অংশ। এই ক্লাসিকাল নাস্তিক ফিলোসোফির মতে দুটো জিনিস হল সবকিছুর সোর্স: এদুটো হল প্রান এবং প্রকৃতি। প্রান তার নিজস্ব চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। এই প্রান হল Advaita Vedanta-র পরমাত্মা বা ঈশ্বর । Advanta Vedanta হচ্ছে একটি চিন্তাধারা যেখানে কিনা স্রষ্ঠার সাথে প্রানের কোন পার্থক্য নেই। এই প্রান বা আত্তাই হল স্রষ্ঠা। তাই এখানে আলাদা কোন স্রষ্ঠার স্থান নেই। আরেকটি অংশ হল, 'প্রকৃতি।' হিন্দু ধর্মের মতে এই প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এবং এটি কেউ তৈরী করে নি। এই প্রকৃতির

পরিবর্তন হলেও এটি একটি ইকিউলিব্রিয়াম স্টেইটে থাকে বলে হিন্দু ধর্ম বলে । তাই এখানে আলাদা কোন স্রষ্ঠার স্থান নেই, যিনি কিনা সৃষ্টির মুল। এই প্রকৃতি নিজে থেকেই পরিবর্তন হয় এবং নিজে থেকেই একটি ইকিউলিব্রিয়াম অবস্থা সৃষ্টি করে। এটি অনেকটা মালথৌসের থিউরির মত, যেখানে কিনা এই ব্রিটিস থিংকার বলেছেন যে প্রকৃতি নিজে থেকেই সমস্যা সমাধান করে, যেমনটি হল, জনসংখ্যা বেড়ে গেলে, যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যগ জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়। তাছারা ডারওইনের নাচারাল সিলেকসান অনেকটা এরকম ভাবেই কাজ করে, যেটি কিনা বিবর্তনের যেই স্টেপ গুলো প্রকৃতিতে প্রান সার্ভাইভেলে সাহাজ্য করবে সেই স্টেপ গুলো ধিরে ধিরে বেশি prevailent হবে। হিন্দু ধর্মের এই 'প্রকৃতি' তাই নিজে থেকেই সমস্যার সমাধান করে এবং প্রানকে বেঁচে থাকতে সাহাজ্য করে। এখানে কোন আলাদা স্রষ্ঠার স্থান নেই।

হিন্দু ধর্মকে বলা হয় সকল ধর্মের সমাহার। এর কারন হল, এখানে কোন ইউনিভার্সাল কোন কিছু নেই, যেটা ব্যাবহার করে হিন্দু ধর্মের অনুশারী আলাদা করা যাবে। একসময় ব্রিটিসরা হিন্দু বলতে তাদেরকে বোঝাতো যারা কিনা কোন স্পেসেফিক ধর্মের অনুশারী হিসেবে দাবী করত না। আকাশ অন্যান্য ধর্মের উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে, সব ধর্মই একে অপরের চেয়ে বেশি ভাল মনে করে। কিন্তু হিন্দু ধর্মতে কিন্তু কোথাও বলা নেই যে হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে ভাল কিংবা পৃথিবীর একমাত্র বৈধ ধর্ম। বরং গীতাতে কৃষ্ণ বলে গিয়েছেন যে সকল ধর্মের অনুশারীরা শেষ পর্যন্ত এক ঈশ্বরের কাছে পৌছাবে। এটা কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুলোতে বলা নেই। এরপর আমাদের রামকৃষ্ণ পরমংসদেব তার মৃত্যুর আগে ক্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম ফলো করে বলে গিয়েছেন, 'যত মত তত পথ,' যার মানে কিনা অনেক পথ কিন্তু এক উদ্দেশ্য। আনোয়ার শেখ উনার লেখাতে বলেছেন,

" It is strange to say that I was impressed by the humanistic approach of the Rg Veda, which happens to be the sacred book of the Hindus. I was really struck by the fact that the Rg Veda says that their God Indra is the God of all mankind, he is the lover of all mankind. It was something unusual for me to learn that, having been brought up in the Islamic tradition which teaches hatred of non-Muslims. I, from my own experience, came to realise that mankind is one large family, & the purpose of man's life is to look after his fellow beings, to improve the lot of the people, no matter where they are. So it is my own experience which eventually made me a humanist. My passion is humanity, the welfare and advancement of humanity."

যখন প্রথমে Zoroastrians এরপর মুসলিমরা এই ভারতে আসল, আমরা হিন্দুরা তাদেরকে আমাদের মধ্যে গ্রহন করে নিয়েছিলাম। আমরা আমাদের মন্দিরের স্থান মসজিদ বানানোর জন্য দিয়েছিলাম, যেটি কিনা এখনো দক্ষিন ভারতে হয়। আমরা হয়ত ইসলামকে হিন্দু ধর্মের একটি অংশ, কোরানকে হিন্দু ধর্মের একটি বই এবং আল্লাহকে হিন্দু ধর্মের স্রষ্ঠা হিসেবে মেনে নিতাম, যদিনা কিছু মুসলিম শাসক যেমন আওরঙ্গজেব আর বাবর আমাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজ না করত। ইবন-ওয়ারেক বলেছেন যে, যেসকল ধর্ম গুলো একের অধিক ঈশ্বরের বিশ্লেষনে মানেন, সেগুলো অন্য জাতির স্রষ্ঠা বা ধর্মকে নিজের ধর্মের মধ্যে ইনক্লুড করেন। অন্য জাতির স্রষ্ঠাকে এই ভাবে নিজের ধর্মের মধ্যে ইনক্লুড করার প্রচলন এসেছে এবং এটিকে Syncretism বলে। Syncretism হলো অন্যান্য ধর্ম বা ফিলোসফির বিশ্বাসকে একি পতাকার নিচে নিয়ে আসা। আমরা এটি দেখেছিলাম ইজিপ্টের গডের

ঐক্যতাতে। যেমন আমরা ইজিপ্টের গডের মধ্যে একজনের নাম হল আনাথ-হাথর, যিনি কিনা মিশর এবং পাশের Asiatic সংস্কৃতির আর হচ্ছে আরেনসুফিস-সু, যেটা কিনা Meriotic সংস্কৃতির মিশ্রনের কারনে হয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ন ঈশ্বর হচ্ছে গ্রীক পিরিয়ডের সুরাপিস, যিনি কিনা ওসিরিস, আপিস, জিয়স, আর হেলিওসের সংমিশ্রন। তাই আমরা দেখছি যে, মিশরীয়রা অনেক ঈশ্বরের উপাসক বলে, বিদেশী ঈশ্বর এবং ধর্মকে নিজের ফিলোসফির মধ্যে প্রবেশ করাতে কোন সমস্যা হয় নি। যেটি কিনা ভারতে হিন্দুদের বেলাতেও সমস্যা হত না যদিনা কিছু মুসলিম শাসক আরো উদার হতেন। প্রচন্ড ধার্মিক একজন হিন্দু কিন্তু কখনও অন্য ধর্মের প্রতি বৈরী চিন্তা-ভাবনা করবে না। যেমনটি আমরা দেখেছিলাম, গান্ধী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং আরো অনেকে।

হিন্দু ধর্মকে অনেকই বোঝেন না, আবার অনেকে বুঝেও বুদ্ধিজীবী সাজার জন্য না বোঝার ভান করেন। হিন্দু ধর্মতে তাই অন্যান্য ধর্মের মত এক ঈশ্বরের বিশ্লেষন কিংবা এক প্রচারকের পূজা অথবা এক বইয়ের আরাধনা নেই। হিন্দুদের তাই বই অনেক, বেদ, গীতা, উপনিসদ, মহাভারত, রামায়ন এবং আরো অনেক। স্রষ্ঠার অনেক রুপকেই আমরা শ্রদ্ধা করি, এখানে মুসলিম কিংবা ক্রিস্টানদের মত আমরা এক কিতাব ফলো করি না। সত্য কথা বলতে কি আমরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো একজন হিন্দুর জীবনে তেমন গুরত্বপূর্ন নয়। তাই একটি কিতাব পড়ে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। হিন্দুর মনে যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা হল তার সামাজিক অবস্থা। কারন সমাজ এবং যুগের সাথে হিন্দুধর্মের পরিবর্তন হয়। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে হিন্দুরা জানতে পারে তাদের বাবা-মা আর আত্নীয়দের কাছ থেকে। আমরা বই পড়ে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানি না। তাই যুগ আর সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলাটাই হিন্দুর কাছে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

মনুসংহিতাতে অনেক কিছুর কথাই আমরা শুনলাম এখানে আকাশ আর বিপ্লবের কাছ থেকে, কিন্তু আমার প্রশ্ন, আমরা কি জানি হিন্দু ধর্মের প্রথম বেদ কিংবা মনুসংহিতাতে কি আসলে লেখা ছিল? সেটা আমরা জানি না কারন হিন্দু ধর্মের বইগুলোকে হিন্দুরা পরিবর্তন করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। যেটি কিনা আমার মতে Brahmin রা করেছিল, শুদ্রদের ছোট করে দেখার জন্য। আসলে একসময় আসে যখন কিনা হিন্দুরা প্রচন্ড ভাবে ভোগের প্রতি হেলে পরে, এবং তখনই হিন্দু ধর্মকে নিজেদের মত করে পরিবর্তন করা শুরো করা হয়। এই পরিবর্তনের একটি অংশ হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের জীবনী। আমরা জানি যে আমাদের সংস্কৃতিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনেক গান এবং গল্প আছে। গ্রামের যাত্রাতে এই রাধা-কৃষ্ণের অনেক কাহিনী শোনা যায়, যেমনটি আমি একবার এক যাত্রায় শুনছিলাম যে ৬ বছরের রাধার সাথে ১০ বছরের কৃষ্ণ যৌন মিলন করছিল। একজনের ভালমত মাথায় জানবেন যে এটি সম্পূর্নভাবে অসম্ভব। এরকম আরো অনেক গল্প আছে, কিন্তু সত্যি ঘটনা গুলো কোনগুলো? আমরা যদি মহাভারতে এবং অন্যান্য যায়গাতে যেখানে কিনা কৃষ্ণের কথা বলা আছে, আমরা পড়লে হয়ত দেখতে পারব যে, ঐখানে কোথাও রাধার কথা নেই। কৃষ্ণের একজন মাত্র স্ত্রী ছিলেন, এবং উনি হচ্ছেন রুক্মিনী এবং যার জীবনও কিন্তু হিন্দু ধর্মতে তেমন একটা প্রয়োজনীয় নয়। মহাভারতে আমার জানামতে রুক্মিনীর কথা তেমন বড় করে বলা হয়নি। আর তাছারা কৃষ্ণ নিজে মারা যাওয়ার আগে উনার সব বংশধরদের মেরে ফেলেন কারন উনি বলেছিলেন যে, যদি তার বংশধরেরা বেচে থাকে তবে তাদের অহেতুক গর্ভে এই বিশ্ব ধ্বংশ হয়ে যাবে কারন উনি কৃষ্ণ কিন্তু উনার সন্তানরা কৃষ্ণ নয়। এরকম মুক্তচিন্তা অন্য কোন ধর্মতে আমরা কিন্তু দেখি নি। যাইহক, রাধার এত কাহিনীর জন্ম মানুষের মনে,

তাই অনেকেই বলেন যে রাধার কনসেপ্ট এসেছে পরে। রাধা-কৃষ্ণের এইসকল যৌনমিলনের কাহিনী প্রমান করে যে একটি সময় ভারতে স্পিরিচুয়ালিটিকে ভোগ হাইজেক করে ফেলেছিল এবং তখনই এই মনুসংহিতা পরিবর্তন বা বিবর্তন করা হয়।

আকাশ বলছিলেন যে, নারীর প্রতি এরকম বৈরী কথাবার্তা অন্য কোন ধর্মতে কিনা বলে না। আসলে হিন্দুধর্ম যুগের সাথে পরিবর্তনের কারনে একটি সময় হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার হয়, এবং একারনে হিন্দু ধর্ম নয় বরং সোসাইটি দায়ী। নারীর একসময় এই পৃথিবীতে কোন ধরনের অধিকার ছিল না এবং এটি হিন্দু ধর্মের কোন ইউনিক কিছু নয়। যেমন ক্রিস্টানদের পশ্চিমে নারীরা যদি পুরুষদের কথা না শুনত তবে তাদেরকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে ফেলা হত, বলা হত যে শয়তান ভর করেছে । মেয়েদের পোড়ানোও এরকম এক যুগের অংশ ছিল কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আজ হিন্দু ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে, যেমনটি কিনা ক্রিস্টান ধর্মের। আজ হিন্দু ধর্মের নামে নারীদের উপর অত্যাচার করা হয় না, যেটি কিনা ইসলামের নামে পৃথিবীর অনেক যায়গাতে হয়। এখন নারীর উপর ভারতে অত্যাচার হয় যৌতুকের কারনে এবং এখানে অর্থের স্থান আছে, এখানে কোন ধর্মের স্থান নেই। যেমন ধরুন, ইরানে হয়ত নারীদেরকে পাথর মারা হয় ইসলাম বলেছে বলে এবং ভারতে নারীর উপর অত্যাচার হয় কারন হয়ত কোন মেয়ের বাবা সঠিক পরিমান যৌতুক দিতে পারে নি বলে, এবং এটি বাংলাদেশেও হয়। তাই একারনে হিন্দু ধর্মকে দায়ী করার কোন মানে হয় না।

আর caste violence কিন্তু এই সামাজিক পার্থক্যর জন্য হয়, এখানে হিন্দু ধর্মের স্থান নেই। আসলে সত্য কথা বলতে কি এক ধরনের অদৃশ্য বর্ন কিন্তু সবজায়গাতেই আছে। এটা আমরা বুঝতে পারি না। যেমনটি ধরুন একজন রাজনীতিবিদের ছেলে রাজনীতিবীদ হন, একজন ভিখারির ছেলে ভিখারি হন। তাছারা এই বিশ্ব প্রথম, দিত্বীয় এবং তৃতীয় বিশ্বে ভাগ করা হয়। এটি কিন্তু একধরনের বর্ন প্রথা। আজ এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো একটি ডেমোগ্রাফিক ট্রাপ অথবা বিদেশী লোনের ট্রাপে আবদ্ধ, আর একারনে তাদের উপরে উঠে আসতে সমস্যা হবে। আর আমাদের প্রথম বিশ্ব কখনই চাবে না যে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ উপরে উঠে এসে তাদেরকে কম্পিট করুক, তাই আমরা দেখতে পারছি এখানে একটি বর্নপ্রথা আছে। যাইহক, এই বর্নপ্রথার নামে অত্যাচার হাজার বছর আগে কিছু brahmin রা শুরো করেছিল কারন তখনকার যুগটাই এমন ছিল যে ধনীরা গরীবদের উপর যেকোন ধরনের অত্যাচার করতে পারবেন। এবং আজকে যে বর্নের সবস্যা হয়, তা যদি আমরা খোলামনে দেখি, তাহলে দেখতে পারব যে, এখানে সামাজিক ব্যাবধানের কারনে এটি হচ্ছে। যেমন ধরুন, কোন লোক বলবে না যে, ‘চল, আমরা আজকে ঐ শুদ্রর বাড়িতে হানা দিব কারন হিন্দু ধর্মতে সেটা বলেছে।’ বরং কেউ হয়ত বলতে পারে, ‘চল আমরা শুদ্রর বাড়িতে হানা দেই কারন, তার ভাই আমাদের এখান থেকে ৫০০০ টাকা চুরি করেছে।’ এখানে সম্পুর্নভাবে একটি সামাজিক এবং অর্থগত পার্থক্য কাজ করছে। এখানে হিন্দু ধর্মকে দায়ী করা যাবে না।

শেষ করার আগে বলছি যে, হিন্দু ধর্মতে বইয়ে কি বলল না বলল সেটি দিয়ে এই ধর্ম বিশ্লেষণ করা যাবে না, কারন এই ধর্মটি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং হিন্দুরা তাদের বই থেকে নয়, বরং সমাজ থেকে শিক্ষা নেয়। আমি এখন পর্যন্ত গীতা, মহাভারত এবং রামায়ন ছারা হিন্দু ধর্মের অন্য কোন বই পড়ি নি, কারন আমার কাছে, হিন্দু ধর্মের বই পড়াটা প্রয়োজন নয়, এবং সেটি

সব হিন্দুদের বেলাতেই খাটে। আমরা মুসলিম কিংবা ক্রিস্টানদের মত বাইবেল বা কোরনের মত আমাদের গ্রন্থে তেমন একটা কনসানট্রেইট করি না। আমরা আমাদের নিজেদের মত করে জীবন চালানোর চেষ্ঠা করি, আর এখানে যদি কোন নারীর উপর অত্যাচার হয়, সেটি হবে সামাজিক কারনে, ধর্মের কারনে নয়। আমি হিন্দু ধর্মের নাস্তিক ধারাতে বিশ্বাস করি এবং তাই হয়ত মন্দিরে বছরে ৩-৪ বার যাই। কিন্তু একজন প্রাকটিসিং মুসলিমদের কি সম্ভব বছরে ৩-৪ বার মসজিদে গিয়ে থাকা? কিন্তু আমার কাছে জ্ঞান এবং বেঁচে থাকা বেশি প্রয়োজন এবং সেটি সকল হিন্দুর কাছেই। আমাদের কাছে প্রথম হল পেট এরপর হল ধর্ম এবং এইকারনে আমরা ধর্মের জন্য জীবন দিতে পারি না আর নারীদের উপর অত্যাচার করতে পারি না। তাছারা হিন্দু ধর্মইতো বলেছে, ‘মা এবং মাতৃভুমি স্বর্গ থেকেও মহান।’

অর্ণব
টরোন্টো, কানাডা
১০/০৯/২০০৫